প্রশ্ন (১) ঃ খলজী বিপ্লবের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর ঃ উত্থান-পতন ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারা। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে হিন্দু রাজবংশের অবসানে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে তুর্কি অধিকৃত এলাকায় এক নতুন রাজবংশের সূচনা করেন, যা ইতিহাসে দাসবংশ নামে খ্যাত। দাসবংশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজী বলবনের দুই উত্তরাধিকারী কাইকোবাদ ও কায়ুর্মস-কে হত্যা করে দিল্লির সিংহাসন দখল করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম দেন খলজী বংশ। ঐতিহাসিক কে. এস. লাল, আর. পি. ত্রিপাঠী প্রমুখ এই ঘটনাকে 'খলজী বিপ্লব' বলে অভিহিত করেন।

খলজী বিপ্লব দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ঘটনা একাধিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল--

(১) খলজী বিপ্লব দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে এক নতুন রাজবংশের সূচনা করে। এতদিন পর্যন্ত তুর্কি সুলতানরা ছিলেন ক্রীতদাস কিম্বা তাঁদের বংশধর। দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক, সুলতান ইলতুৎমিস ও গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। খলজী বিপ্লবের মাধ্যমে দিল্লি সুলতানিতে দাসবংশীয় শাসনের অবসান ঘটে।

(২) খলজী বিপ্লবের মাধ্যমে দিল্লি সুলতানি প্রশাসনে ইলবারি তুর্কি আধিপত্যের অবসান ঘটে। এপ্রসঙ্গে এস. রাও লিখেছেন,'The Khalji revolution put to an end to the supremacy of Ilbary Turks. '

(৩) খলজী বিপ্লব দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে আর একটি দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনা প্রমান করে যে সিংহাসনের ওপর অধিকার কোন সম্প্রদায় বা জাতির একচেটিয়া অধিকার নয়। সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পবিত্র তুর্কি রক্তের অধিকারী কিম্বা তুর্কি দাস কর্মচারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন মুসলিম ঐ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন।

(৪) খলজী বিপ্লবের মাধ্যমে দিল্লি সুলতানির ওপর অভিজাতদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ খর্ব হয়। দাস বংশের সুলতানরা দিল্লির সিংহাসন দখলের জন্য অভিজাতদের ওপর নির্ভর করেন। ফলে দিল্লি সুলতানির ওপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। সুলতান জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজী সামরিক ক্ষমতা বলে সিংহাসন দখল করেন। তাঁর ক্ষমতা লাভের পশ্চাতে আমীর-ওমরাহদের কোন ভূমিকা ছিল না। ফলে দিল্লি সুলতানির রাজনীতির ওপর তাঁদের প্রভাব হ্রাস পায়।

(৫) খলজী বিপ্লব দিল্লি সুলতানির ইতিহাসে এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করে, যা ইতিহাসে ' খলজী সাম্রাজ্যবাদ' নামে খ্যাত। উল্লেখ্য যে, মহম্মদ ঘোরীর সময় ভারত ভূ-খন্ডের যে এলাকা তুর্কিদের অধিকারে এসেছিল সুলতান গিয়াস উদ্দিন ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমল পর্যন্ত ঐ এলাকার মধ্যেই সুলতানি সাম্রাজ্য সীমানা সীমাবদ্ধ ছিল, ঐ এলাকার বাইরে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে নি। সুলতান জালাল উদ্দিনের পর আলাউদ্দিন খলজী দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদী নীতি নির্ধারণ করেন। তাঁর আমলে সুলতানি সাম্রাজ্য কেবল উত্তর ভারতেই নয়, দক্ষিণ ভারতেও সম্প্রসারিত হয়। অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র তাঁর 'Medieval India' গ্রন্থে লিখেছেন যে আলাউদ্দিন খলজী সাম্রাজ্য বিস্তারের এই নতুন পর্ব শুরু করেন। এককথায়, খলজী বিপ্লবের মাধ্যমে সুলতানি সাম্রাজ্যবাদ নতুন রূপ লাভ করে।

(৬) খলজী বিপ্লব দিল্লি সুলতানির ওপর উলেমাদের প্রভাব খর্ব করে। ইসলামীয় বিধান অনুযায়ী, সুলতান শরিয়তী আইনের বিধান মেনে চলতেন। শরিয়তী আইনের ব্যাখ্যাকার ছিলেন উলেমারা। তাঁরা সুলতানকে শাসন, আইন, বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন। দাসবংশীয় সুলতানরা উলমাদের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিলেন। খলজী বংশীয় সুলতানরা, বিশেষ করে আলাউদ্দিন খলজী উলেমাদের পরামর্শ ও নিয়ন্ত্রণকে খর্ব করেন। ফলে সুলতানি প্রশাসনের ওপর উলেমাদের হ্রাস পায়।

(৭) খলজী বিপ্লব দিল্লি সুলতানির প্রশাসনের উৎকর্ষ সাধনে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। সুলতান জালাল উদ্দিন খলজীর পর আলাউদ্দিন খলজী দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরি বর্তন ঘটান। তিনি বাজার দর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করেন। তিনি সামরিকক্ষেত্রে 'দাগ' ও 'হুলিয়া' প্রথা চালু করেন। ফলে খলজী বিপ্লবের সূত্র ধরে দিল্লি সুলতানি প্রশাসনের অগ্রগতি ঘটে।

(৮) মধ্যযুগে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত স্থাপনে খলজী বিপ্লবের গুরুত্ব অপরিসীম। মধ্যযুগে, বিশেষ করে সুলতানি আমলে ধর্ম রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত। সুলতান আলাউদ্দিন খলজী উলেমাদের প্রভাব খর্ব করেন ও রাষ্ট্রের ওপর ধর্মের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করেন। তিনি রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করে তোলার প্রচেষ্টা নেন। ড. আর. পি. ত্রিপাঠী অবশ্য এই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, আকবর যে অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছিলেন, আলাউদ্দিন সেই অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ছিলেন না। তবে একথা সঠিক যে তৎকালীন মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

(৯) খলজী বিপ্লব দিল্লি সুলতানির শিল্প-সংস্কৃতিকে অভিনব রূপ দান করে। সুলতান আলাউদ্দিন খলজী তথা সুলতানি আমলে সংস্কৃতির যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে-

(ক) সুলতান আলাউদ্দিন খলজী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সমাদর করেন। তাঁর সভাসদ ছিলেন আমীর খসরু। তিনি হিন্দুস্থানের তোতাপাখি (Tuti-i-Hind or Parrot of India) নামে পরিচিত। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমল থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের আমল পর্যন্ত রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। আমীর খসরু কর্তৃক রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল- 'খাজাইন উল ফুতুহ' বা 'তারিখ-ই-আলাই', 'আশিক', 'নূহ স্পিহর' (Nuh Spihr) ও 'তুঘলক নামা'। তাঁর রাজসভায় আমীর হাসান পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত গজলকার। পারস্যের গজল সংগীতে বিখ্যাত সাদির মতোই তিনিও এ ব্যাপারে জনপ্রিয় ছিলেন। সেজন্য তাঁকে 'ভারতের সাদি' বলা হয়। এছাড়া নিজামউদ্দিন আউলিয়া, কাজী মঘীসউদ্দিন প্রমুখ দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাবিদ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

(খ) সুলতান আলাউদ্দিন শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবেও স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তি হল-(১) তিনি দিল্লির কুতুবমিনারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে আলাই দরওয়াজা নির্মাণ করেন (১৩১১)। (২) তিনি দিল্লির নিকটবর্তী সিরি-তে হাজার সেতুন বা হাজার থামের প্রাসাদ তৈরি করেন। (৩) তিনি নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার সমাধির ওপর জামায়েতখানা মসজিদ নির্মাণ করেন। (৪) তিনি সিরি-র প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে বিখ্যাত 'হাওয়াজ-ই-খাস' গড়ে তোলেন। (৫) এছাড়া, তিনি কুতুব মিনারের সমতুল্য একটি মিনার নির্মাণ কার্য শুরু করেন, কিন্তু তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে খলজী বিপ্লব দিল্লি সুলতানি আমলে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর ফলে যে কেবল দিল্লি সুলতানিতে দাস বংশের অবসান ঘটে ও ইলবারী তুর্কি শাসন লোপ পায় তাই নয়, এই ঘটনা রাজনীতি, প্রশাসন, ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিনব পরিবর্তন ঘটায়। ঐতিহাসিক কে. এস. লাল তাঁর 'The History of The Khaljis' গ্রন্থে লিখেছেন, 'The Khalji Revolution was frought with far-reaching consequences. It not only heralded

the advent of a new dynasty; it ushered in an era of ceaseless conquests, of unique experiment in state-craft and of incomparable literary activity.'

প্রশ্ন (২) ঃ সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর রাজতান্ত্রিক আদর্শ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ দিল্লি সুলতানির দ্বিতীয় রাজবংশ খলজীবংশ (১২৯০-১৩২০) নামে খ্যাত। ঐ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জালাল উদ্দিন খলজী (১২৯০-১২৯৬)। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬)। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আলি গুরশাস্প। তিনি তাঁর মুদ্রায় 'সিকন্দর-ই-সানি' ও 'দ্বিতীয় আলেকজান্ডার' উপাধি নেন। তিনি সুলতানি সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত ও বলিষ্ঠ করার পাশাপাশি রাজকীয় মহিমা প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয় ওঠেন। তিনি এক নরপতিত্বের আদর্শ গড়ে তোলেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজী সিংহাসনে আরোহনের পর একাধিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে অভিজাতদের ক্ষমতা বৃদ্ধি রাজকীয় ক্ষমতা সুদৃঢ়করণের পক্ষে অন্তরায়। ফলে তিনি অভিজাতদের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য একাধিক জারি অর্ডিন্যান্স করেন -

ক) আলাউদ্দিন খলজী অভিজাতদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ নীতি নেন। তিনি অভিজাতদের হাতে সঞ্চিত ধনসম্পদ নিজ নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টা নেন। ইতিপূর্বে আমীর-ওমরাহদের জাগির প্রদান করা হয়। তিনি ঐ সকল সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধীনে আনার পদক্ষেপ নেন। তিনি একটি অডিন্যান্স দ্বারা ঘোষণা করেন যে মিল্ক(অনুদান), ইনাম(দান), ওয়াকফ (ধর্মীয় দান) প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জমি রাষ্ট্রীয় খালিসা জমিতে পরিণত করা হবে। ফলে অভিজাতদের এক্তিয়ারভুক্ত জমি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে আসে এবং তাঁদের হাতে সঞ্চিত অর্থের পরিমান হ্রাস পায়।

খ) সুলতান আলাউদ্দিন অভিজাতদের প্রাধান্য খর্ব করার জন্য তাঁদের অবাধ মেলামেশার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। তিনি একটি অর্ডিন্যান্স দ্বারা অভিজাতদের কয়েকটি কার্যকলাপের ওপর নিষেধ জারি করেন--সুলতানের পূর্ব অনুমতি অভিজাতরা কোন ভোজসভা কিম্বা অনুষ্ঠানে একত্রিত হতে পারবেন না, তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাতের জন্য সুলতানের অনুমতি গ্রহণ করবেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে সুলতানের অনুমতি গ্রহণে বাধ্য থাকবেন এবং তাঁরা নিজেদের মধ্যে পাশাখেলা, জুয়াখেলা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণি লিখেছেন যে এর ফলে একদিকে যেমন অভিজাতদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা বন্ধ হয়, অপরদিকে তেমনি সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁদের বিদ্রোহ করার প্রবনতা হ্রাস পায়।

গ) সুলতান আলাউদ্দিন খলজী অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাঁদের মধ্যে মদ্যপানের ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ করেন। তিনি একটি নির্দেশনামার দ্বারা দিল্লিতে মদ্য প্রস্তুত ও মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। সুলতান স্বয়ং মদ্যপান ত্যাগ করেন এবং রাজদরবারে মদ্যপানের যাবতীয় সামগ্রী ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। পরে তিনি ঐ নির্দেশনামার কিছুটা পরিবর্তন করেন। ঐ সংশোধনী নির্দেশনামায় বলা হয় যে কোন ব্যক্তি নিজের ব্যবহারের জন্য নিজের ঘরে মদ প্রস্তুত করতে পারবে। এই ঘটনা তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজী রাজতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য গুপ্তচর ব্যবস্থা বলিষ্ঠ করে তোলেন। তিনি একটি নির্দেশনামা জারি করে বারিদ, মুন্নহি প্রভৃতি পদাধিকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন। ঐ নির্দেশনামায় বলা হয় যে গুপ্তচররা অভিজাতদের বাসভবন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করে সুলতানের নিকট উপস্থাপিত করবেন। জিয়া উদ্দিন বারণি লিখেছেন যে গুপ্তচর ব্যবস্থার ব্যাপকতার ফলে অভিজাতরা সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। আধুনিক ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড লিখেছেনযে আলাউদ্দিন গুপ্তচর নিয়োগ করায় অভিজাতদের প্রণোচ্ছল জীবনযাত্রা বিপন্ন হয় এবং তাঁরা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সামান্যতম সুযোগ পায় নি।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজী নরপতিত্বের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য উলেমাদের ক্ষমতা খর্ব করার প্রচেষ্টা নেন। উল্লেখ্য যে, ইসলামীয় আদর্শ অনুসারে, সুলতান শরিয়তী আইনের নির্দেশ মেনে চলতেন এবং শরিয়তী আইনের ব্যাখ্যাকার ছিলেন উলেমা শ্রেণি। তাঁরা আইন, প্রশাসন,বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে সুলতানকে পরামর্শ দিতেন। আলাউদ্দিন উলেমাদের পরামর্শ ও মতামতকে অগ্রাহ্য করেন এবং রাজতন্ত্রকে উলেমাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেন। তিনি মন্তব্য করেন, 'I do not know whether it is lawful or unlawful; whatever I think to be for the good of the state or suitable for the emergency, that I decree.' তিনি শরিয়তী ব্যবস্থা লোপ করে নিজ প্রয়োজন শাসন, বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ফলে তাঁর রাজতন্ত্র ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক এ. এল. শ্রীবাস্তব লিখেছেন যে আলাউদ্দিন ছিলেন দিল্লির প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সুলতান।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজী রাজতন্ত্রের স্বার্থে প্রশাসনিক ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অভিজাতদের প্রাধান্য খর্ব করেন। তিনি অভিজাতদের একাংশকে আমীর, মালিক প্রভৃতি পদ থেকে বরখাস্ত করেন। তিনি নবনিযুক্ত কর্মচারীদের সাথে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক বজায় রাখেন। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও অভিজাতরা সুলতানের সাথে ক্ষমতা বিভাজনের ব্যাপারে কোন রকমের সুযোগ পায় নি। ফলে তাঁর স্বৈরশাসনের ভিত্তি বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে সুলতান আলাউদ্দিন রাজকীয় ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অভিজাতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অর্ডিন্যান্স জারি করেন, গুপ্তচর নিয়োগ করেন, উলেমাদের প্রভাব খর্ব করেন এবং প্রশাসনকে বলিষ্ঠ করেন। তাঁর নীতি অবশ্য ত্রুটিমুক্ত ছিল না। অভিজাত ও উলেমারা ক্রমশ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক কে. কে. দত্ত লিখেছেন যে আলাউদ্দিনের চোরাবালির ওপর স্বৈরতান্ত্রিক প্রাসাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর রাজতান্ত্রিক আদর্শ পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সামরিক শক্তি-নির্ভর ছিল। ফলে তাঁর রাজতান্ত্রিক আদর্শ সাময়িকভাবে সফল হয়,কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি।